আলুর মড়ক (নাবীধ্বসা) রোগ দমনে কৃষক ভাইদের করণীয়

আলু বাংলাদেশের একটি উচ্চমূল্যের ফসল। আলু উৎপাদনে জয়পুরহাট জেলা অন্যতম। আলুর লেইট ব্লাইট বা মড়ক রোগ বিশ্বজুড়ে একটি ক্ষতিকারক রোগ। এ রোগ বাংলাদেশের আলু উৎপাদনের প্রধান অন্তরায়। বাংলাদেশে প্রতি বছর এ রোগের আক্রমণে গড়ে শতকরা ৩০ ভাগ ফলন হ্রাস পায়। মড়ক রোগের আক্রমণে ক্ষতির পরিমাণ আলুর জাত, গাছের বয়স, রোগ আক্রমণের সময় ও আবওহাওয়ার উপর নির্ভর করে। প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে এ রোগের আক্রমণে আলুর ফলন সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হতে পারে।

মড়ক (নাবীধ্বসা) রোগের লক্ষণ:

এ রোগের আক্রমণে প্রথমে গাছের গোড়ার দিকের পাতায় ছোপ ছোপ ভেজা হালকা সবুজ গোলাকার বা বিভিন্ন আকারের দাগ দেখা যায়, যা দ্রুত কালো রং ধারণ করে এবং পাতা পঁচে যায়। সকাল বেলা মাঠে গেলে পাতার নীচে সাদা পাউডারের মত জীবাণু দেখা যায়। ঠান্ডা ও কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়ায় আক্রান্ত গাছ দ্রুত পঁচে যায়। এই অবস্থায় ২-৩ দিনের মধ্যেই ক্ষেতের সমস্ত গাছ মরে যেতে পারে। এ রোগে আক্রান্ত আলুর গায়ে বাদামী থেকে কালচে দাগ পড়ে এবং খাবার অযোগ্য হয়ে যায়।

রোগ বিস্তারের অনুকূল আবহাওয়া:

নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী (মধ্য কার্তিক থেকে মধ্য ফাল্গুন) যে কোন সময় নিম্ন তাপমাত্রা (রাতে ১০-১৬° সে. এবং দিনে ১৬-২৩° সে.) এবং কুয়াশাচ্ছন্ন আদ্র আবহাওয়া (আদ্রতা ৯০% এর বেশী) এ রোগ বিস্তারের জন্য অনুকূল। কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়ার সাথে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হলে এ রোগ ২-৩ দিনের মধ্যে মহামারী আকার ধারণ করে। বাতাস বৃষ্টিপাত ও সেচের পানির সাহায্যে এ রোগের জীবাণু আক্রান্ত গাছ থেকে সুস্থ গাছে দ্রুত বিস্তার লাভ করে।

চিত্র-১: আলুর মড়ক রোগাক্রান্ত পাতা

চিত্র-২: মড়ক রোগাক্রান্ত আলুর গাছ

চিত্র-৩: মড়ক রোগাক্রান্ত আলু

আলুর লেইট ব্লাইট বা মড়ক রোগ নিয়ন্ত্রণের উপায়

রোগ হওয়ার পূর্বে করণীয়:

- আগাম আলু চাষ অর্থাৎ ১৫ নভেম্বরের মধ্যে আলু রোপণ অথবা আগাম জাত চাষের মাধ্যমে এ রোগের মাত্রা অনেকটা কমানো সম্ভব। রোগ সহনশীল জাত যেমন: বারি আলু-৪৬, বারি আলু-৫৩, বারি আলু-৭৭ চাষ করা যেতে পারে। রোগমুক্ত প্রত্যয়িত বীজ ব্যবহার করতে হবে।
- আলুর মাঠ নিয়মিত পরিদর্শন করতে হবে। নিম্ন তাপমাত্রা, কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়া ও বৃষ্টির পূর্বাভাস পাওয়ার সাথে সাথে গ্রুপের অনুমোদিত ছত্রাক নাশক ৭-১০ দিন অন্তর অন্তর ভাল ভাবে স্প্রে করে গাছ ভিজিয়ে দিন।

বালাইনাশকের নাম	১ লিটার পানিতে মাত্রা
জ্যাজ	৫ গ্রাম
নেমিস্পোর	৫ গ্রাম
ইন্ডোফিল	৪ গ্রাম

বালাইনাশকের নাম	১ লিটার পানিতে মাত্রা
সেভার	৪ গ্রাম
জ্যামপ্রো ডিএম	১.৬ মিলি
মাইক্রা	৩ গ্রাম

বালাইনাশকের নাম	১ লিটার পানিতে মাত্রা
ক্লীনজেব	৪ গ্রাম
ফুলিমেইন	২ গ্রাম
ডাইথেন-এম৪৫	৫ গ্রাম
ম্যানকোজেব	৫ গ্রাম

রোগ হওয়ার পরে করণীয়:

- আক্রান্ত জমিতে রোগ নিয়ন্ত্রণ না হওয়া পর্যন্ত সেচ প্রদান বন্ধ রাখতে হবে। নিজের অথবা পার্শ্ববর্তী ক্ষেতে রোগ দেখা মাত্রই ৭ দিন অন্তর নিম্নের যে কোন একটি গ্রুপের অনুমোদিত ছত্রাকনাশক স্প্রে করতে হবে।

বালাইনাশকের নাম	১ লিটার পানিতে মাত্রা
এক্সটামিল	২ গ্রাম
নিউবেন	২ গ্রাম
ম্যানসার	২ গ্রাম
মেলোডি ডিও	৪ গ্রাম

বালাইনাশকের নাম	১ লিটার পানিতে মাত্রা
ম্যাটালম্যান	৫ গ্রাম
মাইক্রা	৩ গ্রাম
কারমিক্স ব্লু	৩ গ্রাম
ক্যাকটাস	১ গ্রাম

বালাইনাশকের নাম	১ লিটার পানিতে মাত্রা
সেলফি	২ গ্রাম
মাইকা	২ গ্রাম
একরোবেট	৪ গ্রাম

বিস্তারিত জানার জন্য নিকটস্থ উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা/উপজেলা কৃষি অফিসে যোগাযোগ করুন

মুদ্রণ সংখ্যা: ২০০০০ কপি

উপজেলা কৃষি অফিসারের কার্যালয়
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী।

মুদ্রণকাল: ডিসেম্বর ২০২৪